ঝিনাইদহে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে মানববন্ধন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৃত্যু ও গানের শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক মাওলানা শিহাব উদ্দিন, জেলা শাখার সভাপতি মাস্টার শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক জে এম শরিফ হোসেন কাজল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখার সভাপতি ডা.এইচ এম মোমতাজুল করীম, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. নাজমুল হাসান, আলিয়া মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক, প্রভাষক মাওলানা ইসমাইল হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন খানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের শিশুদের নৈতিক শিক্ষার চরম অবক্ষয় রোধ করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। শুধুমাত্র নাচ-গান শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের মননশীল বিকাশ সম্ভব নয়। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ বিলে অসঙ্গতি, গ্রাহক ভোগান্তির বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের কার্যক্রম চলছে হযবরল অবস্থায়। গ্রাহকরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না।

আন্দোলনের নামে লাইন টেকনিশিয়ানরা কর্মবিরতি পালন করছেন। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলেও রয়েছে নানা অসঙ্গতি। গ্রাহকদের অভিযোগ গাংনী জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

(ডিজিএম) বিজয় চন্দ্র কুন্ডু যোগদান করার পর থেকে জোনাল অফিসে চলতি বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে আবাসিক বিদ্যুৎ বিল দ্বিগুণ প্রস্তুত করে, ১ মাসে গ্রাহকের কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগে, গাংনীর হিজলবাড়িয়া গ্রামে ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক সদস্য আব্দুল খালেক। এসময় ডিজিএম ও মিটার রিডারদের অপসারণ দাবি করেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুকূলে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী (গ্রাহক) রয়েছেন ৫ লক্ষ ১২ হাজার।

এসকল গ্রাহকদের সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল সেবা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন ৬৪০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী। তার মধ্যে রয়েছেন ১৭৪ জন লাইন টেকনিশিয়ান। যারা বৈদ্যুতিক ত্রুটি হলেই মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন।

গাংনী জোনাল অফিসের তথ্যে জানা গেছে, গাংনীতে মোট গ্রাহক রয়েছেন ৪১ হাজার ৬৮৪ জন। এদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহক রয়েছেন ৩৭ হাজার ৪৯ জন, বাণিজ্যিক ২ হাজার ৩৯৬ জন, শিল্প ৪৩২ জন, সেচ পাম্প ১ হাজার ১৭৪টি, মসজিদ ৪৯৭টি, এবং নির্মাণাধীন গ্রাহক ১৩১টি। বামন্দি এরিয়া অফিসের আওতায় ৪০ হাজার গ্রাহক। এসব গ্রাহকের নিকট থেকে ১ মাসে অতিরিক্ত বিল আদায় করা হয়।

মিটার রিডার ও বিল প্রস্তুতকারী বিলিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে ভূতুড়ে বিল করার অভিযোগ করেন অনেক গ্রাহক। এতে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন অনেকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ঝোড়পাড়া গ্রামের গ্রাহক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আমার মিটার নং ৮৫২৪৪, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার উপরে বিল আসেনি।

সেখানে জুলাই মাসের ৪০০ টাকার জায়গায় ৩৬০০ টাকা এসেছে। আমার মত

এলাকার সকল মিটারের বিদ্যুৎ বিল ডাবল প্রস্তুত করে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এলাকার অধিকাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সম্পর্কে অবগত না। অফিস থেকে যে বিল করে দেওয়া হয় সেটাই তারা পরিশোধ করে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার, সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক জানান, আমার গ্রামের প্রায় ১০০ জন গ্রাহক এসে অভিযোগ করেন গত জুলাই মাসের তুলনায়, আগস্ট মাসে দ্বিগুণ বিল প্রস্তুত করেছে।
১ হাজার টাকার জায়গায় ৭ হাজার টাকা, ৭০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা এসেছে, এভাবে সকল গ্রাহকের একই অবস্থা।

আগস্ট মাসের বিল নেওয়া বন্ধ রেখে, ঘটনাটি তদন্তপূর্বক পরে বিল নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

আবাসিক এক মিটার ব্যবহারকারী অভিযোগ করেন, চলতি বছরের জুন মাসের বিল ১ হাজার ৩৬ টাকা, জুলাই মাসের বিল ১ হাজার ২৭৬ টাকা হলেও বর্তমান আগস্ট মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল এসেছে ৩০ হাজার ৬৮৪ টাকা। প্রস্তুতকৃত বিলে চরম গরমিল বলে জানান গ্রাহকরা।

ভূতুড়ে বিলের এমন ঘটনাটি ঘটেছে, গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউপির অন্তর্গত রায়পুর গ্রামেও। মিটার ব্যবহারকারীর নাম অর্থাৎ গ্রাহক রায়পুর গ্রামের শ্রী মদু দাসের ছেলে শ্রী সন্নাসী দাস।

যার মিটার নং-০০১০৩৮৩০। সন্নাসী দাস জানান, আমি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় বাসিন্দা। আমি দীর্ঘদিন যাবত গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছি।

বিগত বছর এবং মাসে কখনও ভৌতিক বিল আসেনি। প্রতি মাসেই গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করে বিল করা হয়ে থাকে। চলতি আগস্ট মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশী বিল দেখে আমি হতবাক।

ভুক্তভোগী গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে মাসে মাসে দিয়ে পরিশোধ করবেন।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে গাংনী জোনাল অফিসের কর্মরত ১৩ জন লাইন

টেকনিশিয়ান অফিসে আসেননি। তারা কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছেন। টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রাহকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। কবে নাগাদ কাজে যোগদান করবেন তাও নিশ্চিত নয়। লাইন টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করলে এই প্রচণ্ড গরমে গ্রাহক আরও বেশি ভোগান্তিতে পড়বে। মোবাইল ফোনে কল করে একাধিক লাইন টেকনিশিয়ান আব্দুস সবুর, আব্দুল্লাহ, সোহেল রানা, আব্দুর রাজ্জাককে কাজ না করার বিষয়ে জানতে চাইলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমরা কাজেই আছি, বাসায় খেতে এসেছি। কেউ কেউ আবার অসুস্থতার অজুহাত তোলেন।

তবে, অফিস কর্তা বলেন, তারা কেউ অফিসে এসে আধাঘণ্টা পর আমাকে না জানিয়ে টেকনিশিয়ানরা চলে গেছে। তবে তারা কাজ না করলে গ্রাহকরা দুর্ভোগে পড়বে।

এ বিষয়ে বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর নিকট অতিরিক্ত বিল আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার অফিসের মিটার বিল রিডিং করার সময় আমাদের স্টাফদের ভুল হতে পারে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, ৭ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় কৃষি অফিসার বদলির প্রতিবাদে কৃষকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীনকে হঠাৎ বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন স্থানীয় কৃষকরা।

বদলির আদেশকে ‘অযৌক্তিক’ ও ‘ষড়যন্ত্রমূলক’ বলে উল্লেখ করে গতকাল বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গার হাইরোড আল-তায়েবার মোড়ে মানববন্ধন করেন তারা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে রেহেনা পারভীনকে বদলি করা হয়।

মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা শতাধিক কৃষক অংশ নেন। তাদের অভিযোগ, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কৃষি খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। তিনি নিয়মিত মাঠে গিয়ে কৃষকদের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং ভেজাল বীজ ও সার মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

ডাউকি ইউনিয়নের কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা যতদিন মনে করতে পারি, কোনো কৃষি কর্মকর্তা মাঠে এসে এভাবে কৃষকের পাশে ছিলেন না। তিনি না থাকলে আবারও দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

জামজামি ইউনিয়নের কৃষক লাল মিয়া বলেন, রেহেনা পারভীন সৎ ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। এই কারণেই প্রভাবশালী একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

কৃষকদের দাবি, রেহেনা পারভীন মাঠপর্যায়ের কৃষকদের কাছে ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তার উপস্থিতিতেই সার পাচার ও মজুত বন্ধ হয়েছিল। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার বদলির জন্য চাপ দিয়েছে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মেহেদী ইসলামের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। তিনি সমকালকে বলেন, কৃষকদের দাবি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেব।

যোগাযোগ করা হলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন বলেন, আমি সব সময় চেষ্টা করেছি কৃষকদের স্বার্থে কাজ করার। মাঠে থেকে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোই আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল। বদলির বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে কৃষকদের ভালোবাসা আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আলমডাঙ্গায় কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সার ডিলার পয়েন্টগুলো নিয়মিত মনিটরিং করায় ভেজাল সার ও মজুতের প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। এ কারণে একশ্রেণির ব্যবসায়ী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কৃষকদের অভিযোগ, মূলত এই চাপ থেকেই তাকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কালীগঞ্জে জমির ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকরা রোববার ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করেছে।

মানববন্ধন শেষে দুপুরে বৈষম্য নিরসন ও ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পক্ষে হাজী মো. শহিদুল ইসলাম, ওবায়দুল ইসলাম পাটোয়ারী, ফরিদ উদ্দিন মিয়া, জালাল উদ্দীন ও আবু জাফর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মালিকরা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালের কাছে অভিযোগ করেন, ৭ ধারা ও ৮ ধারার নোটিশ পাওয়ার পর তারা তাদের মতামত তুলে ধরতে পারেনি। এতে ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত না হওয়ায় কয়েক হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ফলে পুনঃতদন্ত করে জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য দাবী জানানো হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল জমির মালিকদের দাবী ধৈর্য্য সহকারে শোনের এবং তাদের দাবী যথাস্থানে পৌছে দেবার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প শুরুর পর থেকে ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা তাদের দাবী পুরণের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা অধিগ্রহণকৃত জমির ৮ ধারা প্রত্যাহার, পুনরায় সার্ভে করে স্থাপনা ও জমির বর্তমান ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা না হলে তারা হরতাল, অবরোধ ও প্রয়োজনে আত্মহুতি দেওয়া হবে বলেও হুসিয়ারী দেন।

মেহেরপুরে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

এন্ট্রি পদ নবম গ্রেড ধরে চারস্তরীয় একাডেমিক পদ সোপানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি উত্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন সহকারি শিক্ষক তানিয়া মাসুদা, আবু হানিফ ও জাহাঙ্গীর আলমসহ শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকরা বলেন, ১৯৭৩ সালের পর থেকেই এই আন্দোলন চলে আসছে। নানা জটিলতা রয়েছে তবে সরকারের সদ্দিচ্ছা থাকলে দাবি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।

রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেল সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে রেল লাইনম মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।

মানববন্ধন শেষে এক সমাবেশে, ঝিনাইদহ জেলা জজ আদালতের পিপি এ্যাড এস এম মশিয়ূর রহমান, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদ এ্যাড আলাউদ্দীন আজাদ, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, এন এম শাহজালাল, সাবেক কমিশনার মাহবুবুর রহমান শেখর, দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদ মনিরুজ্জামান খান মিঠু, মাওলানা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাওলানা মমতাজুল করিম, কামরুজ্জামান পিন্টু ও এ্যাড মনিরুল ইসলাম মিল্টনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঝিনাইদহবাসীর বহু দিনের স্বপ্ন রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এসব স্থাপনা হলে শুধু জেলার মানুষ নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
বক্তাদের দাবি, অবিলম্বে এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নইলে আন্দোলন আরও তীব্র আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। মানববন্ধন শেষে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মিছিল বের হয়।

বিভিন্ন দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেল সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে রেল লাইনম মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।

মানববন্ধন শেষে এক সমাবেশে, ঝিনাইদহ জেলা জজ আদালতের পিপি এ্যাড এস এম মশিয়ূর রহমান, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদ এ্যাড

আলাউদ্দীন আজাদ, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, এন এম শাহজালাল, সাবেক কমিশনার মাহবুবুর রহমান শেখর, দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদ মনিরুজ্জামান খান মিঠু, মাওলানা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাওলানা মমতাজুল করিম, কামরুজ্জামান পিন্টু ও এ্যাড মনিরুল ইসলাম মিল্টনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঝিনাইদহবাসীর বহু দিনের স্বপ্ন রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এসব স্থাপনা হলে শুধু জেলার মানুষ নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বক্তাদের দাবি, অবিলম্বে এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নইলে আন্দোলন আরও তীব্র আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। মানববন্ধন শেষে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মিছিল বের হয়।

মেহেরপুরে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সমঅধিকারের দাবিতে মানববন্ধন

“প্রাথমিক বৃত্তি নিয়ে বৈষম্য নয়, চাই সমঅধিকার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি জানে আলমের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে

বক্তব্য দেন কিডস ওয়াল্ডের পরিচালক ফজলুল হক মন্টু, শিক্ষক নাহিদা ইসলাম, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক সামসুর রহমান টুটুল, অনামিকা আইডিয়াল স্কুলের মো. আনিসুর রহমান, ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন স্কুলের মো. ইমরান খান, গাংনী প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড হাই স্কুলের শিক্ষক জালাল আহমেদ, প্রতিভা কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলের লালচাঁদ আলী এবং কুড়ির মেলা কিন্ডারগার্টেনের মোস্তাফিজুর রহমান।

অংশগ্রহণকারীরা ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

এ সময় জেলার বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন।

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (১১আগস্ট) সকালে ঝিনাইদহ শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম।

এতে একাত্বতা ঘোষনা করে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি, দোকান মালিক সমিতি, সামাজিক ঐক্য জোট ও মানবাধিকার সংগঠন আমাসুফ। কর্মসূচীতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলায় কর্মরত সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক

জাহিদুজ্জামান মনা, টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম’র সভাপতি আর টিভি’র জেলা প্রতিনিধি শিপুল জামান, সাধারণ সম্পাদক একাত্তর টিভি’র জেলা প্রতিনিধি রাজিব হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, কোষাধ্যক্ষ সময় টিভি’র জেলা প্রতিনিধি সোহাগ আলী, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মানবজমিন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন, ইনডিপেন্ডেন্ট টিভি’র জেলা প্রতিনিধি বিমল কুমার সাহা, এসএ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, দেশরুপান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসনলাম রবি, রিপোর্টার ইউনিটির সভাপতি এম এম কবির, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক শাহজাহান আলী, মানবাধিকার বাস্তবায়ন কমিটির মুখপাত্র আমিনুর রহমান টুকু, সাংস্কৃতি কর্মী শাহিনুর ইসলাম লিটন, কাউস গোরকীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ওপর ভয়াবহ আঘাত। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ সাংবাদিকদের ওপর হামলার সাহস না পায়। একই সঙ্গে সারা দেশে কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যাসহ সারাদেশে সাংবাদিক নিপীড়নের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন ও মৌন মিছিল করেছে সাংবাদিকরা।

রোববার (১০আগস্ট) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

মুখে কালো কাপড় বেঁধে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক সাংবাদিক এম আর রাসেলের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সদস্য সচিব সাংবাদিক শেখ ইমন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, ঝিনাইদহ রিপোর্টার্স ইউনিটের সভাপতি এম এ কবির, সাংবাদিক সম্রাট হোসেন, সুজন বিপ্লব, এম বুরহান উদ্দীন, এস এ এনাম,এস এম রবি, মর্নিং বেল চিলড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহিনুর রহমান লিটন, সামাজ কর্মী রেল আব্দুল্লাহ, জাহান লিমন প্রমুখ। অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচী থেকে সাংবাদিক হত্যার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনার দাবী জানান। সেই সাথে সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর সব ধরনের হয়রানি, মিথ্যা মামলা ও নিপীড়ন বন্ধেরও আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধন শেষে পোস্ট অফিস মোড় থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মডার্ন মোড়ে দিয়ে শেষ হয়।